প্রথম আলো

তা 08 AUG 2016
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ২

ডিগ্রির নাম বদল চান শিক্ষার্থীরা

রাজধানী প্রতিবেদক ●

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি ব্যবসা ব্যবস্থাপনা অনুষদের শিক্ষার্থীদের ডিগ্রির নাম পরিবর্তনের দাবিতে আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে। গতকাল রোববার পর্যন্ত ক্লাসে ফেরেননি আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, গত ১১ মে ডিগ্রির নাম পরিবর্তন করার দাবিতে উপাচার্য বরাবর একটি স্মারকলিপি দেন শিক্ষার্থীরা। দাবি আদায়ের লক্ষ্যে কয়েক দফায় মানববন্ধন ও উপাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎও করেন তাঁরা। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন থেকে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় গত ১৭ জুলাই ডিনের মাধ্যমে উপাচার্য বরাবর স্মারকলিপি দিয়ে সব ধরনের ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন করেন অনুষদের শিক্ষার্থীরা।

দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা। আন্দোলন শুরু হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত টানা ২১ দিন সব ধরনের ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ আছে।

বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষার্থীদের সূত্রে জানা যায়, কৃষি ব্যবসা ব্যবস্থাপনা অনুষদের শিক্ষার্থীরা বর্তমানে স্নাতক সম্পন্ন করার পর বিবিএ ইন অ্যাগ্রিবিজনেস ডিগ্রি পাচ্ছেন। এর পরিবর্তে তাঁরা

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

'বিএসসি (অনার্স) ইন অ্যাগ্রিকালচারাল ইকোনমিক্স' ডিগ্রি দাবি করছেন। আর স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করার পর 'এমবিএ ইন অ্যাগ্রিবিজনেস ডিগ্রি পাচ্ছেন। এর পরিবর্তে 'মাস্টার্স আব সায়েন্স (এমএস)' ডিগ্রি চাইছেন।

শিক্ষার্থীরা দাবি করছেন, বর্তমান ডিগ্রি নন-টেকনিক্যাল ও নতুন। এ কারণে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করে স্বায়ত্তশাসিত গবেষণা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তাঁরা আবেদন করতে পারছেন না। এমনকি বর্তমান ডিগ্রির নাম নিয়ে বিভিন্ন চাকরির মৌখিক পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন অনাকাঙ্ক্ষিত প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৭ সালে কৃষি ব্যবসা ব্যবস্থাপনা অনুষদটি চালু করা হয়। শুরু থেকে 'বিএসসি ইন অ্যাগ্রিবিজনেস ম্যানেজমেন্ট' ডিগ্রি দেওয়া হতো। ২০১৩ সালের মে মাসে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের ৬০তম সভায় তা পরিবর্তন করে 'বিবিএ ইন অ্যাগ্রিবিজনেস' ও 'এমবিএ ইন অ্যাগ্রিবিজনেস' করা হয়।

এই অনুষদের স্নাতকোত্তর শ্রেণির শিক্ষার্থী হায়দার খান *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমাদের দাবিমতো ডিগ্রি পরিবর্তন করা না হলে আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব।'

প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, বর্তমানে এই অনুষদে স্নাতকের পাঁচটি শিক্ষাবর্ষের মধ্যে তিনটির সব ধরনের শিক্ষা ও পরীক্ষা কার্যক্রম বন্ধ আছে। বাকি দুটির ফল প্রকাশের অপেক্ষায় আছে।

২৭ জুলাই এ বিষয়ে আলোচনার জন্য কৃষি ব্যবসা ব্যবস্থাপনা অনুষদের ডিন অধ্যাপক নূর মোহাম্মদ রহমতউল্লাহ তাঁর কার্যালয়ে সব বিভাগীয় চেয়ারম্যান এবং শিক্ষকদের নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনার গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে ডিগ্রি পরিবর্তনের জন্য একাডেমিক কাউন্সিলের সভা আহ্বানের সুপারিশ করে রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ে চিঠি পাঠানো হয়।

এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার শেখ রেজাউল করিম *প্রথম আলোকে* বলেন, 'কৃষি ব্যবসা ব্যবস্থাপনা অনুষদ থেকে ডিগ্রি পরিবর্তনের জন্য কতগুলো সুপারিশ করে চিঠি দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো উপাচার্য না থাকায় বিশেষ একাডেমিক কাউন্সিলের সভা ডাকা সম্ভব হচ্ছে না। নতুন উপাচার্য নিয়োগের পর এর প্রক্রিয়া করা হবে।'